R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

মোটরভ্যান চালকদের নদিয়া জেলা সম্মেলন

৭ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর পৌরসভা দ্বিজেন্দ্র মঞ্চে সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের নদীয়া জেলা চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সারা জেলা থেকে আড়াইশো জনেরও বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। মোটরভ্যান চালাতে গিয়ে যে সব প্রশাসনিক ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে তা তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক কমরেড প্রবীর দে, জেলা সভাপতি কমরেড দীপক চৌধুরী, মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস এবং রাজ্য সভাপতি কমরেড সুজিত ভট্টশালী। নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজ্য সরকার মোটরভ্যান তুলে দিয়ে ই-রিক্সা চালু করতে চাইছে, যা দিয়ে মাল পরিবহণ করা যাবে না, তার দামও অনেক বেশি।

সম্মেলনে আমির হোসেনকে সভাপতি, দীপক চৌধুরীকে সম্পাদক, মোসলেম গাজীকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৪ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

হাসপাতালে ব্যাপক চার্জ বাড়াল বিজেপি সরকার
প্রতিবাদে ত্রিপুরায় বিক্ষোভ এসইউসিআই(সি)-র

বিজেপি পরিচালিত ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর ৬ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, এখন থেকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য সকলকেই টাকা দিতে হবে। আউটডোরে টিকিট চার্জ হবে দরিদ্রদের জন্য ১০ টাকা এবং এপিএল-দের জন্য ২০ টাকা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা চার্জ মারাত্মক বাড়িয়েছে। বেড চার্জ বাড়িয়ে প্রায় বেসরকারি নার্সিংহোমের মতো করে দিয়েছে। অন্ত্যোদয় যোজনাভুক্ত হতদরিদ্র রোগীদের আইসিইউ-তে বেড ভাড়া দিতে হবে প্রতিদিন ৩০০ টাকা করে, অন্যদের দিতে হবে ৬০০ টাকা। খরচ জোগাতে না পেরে বিনা চিকিৎসায় সম্প্রতি এক দরিদ্র দিনমজুরের মৃত্যু হয়।

এই বিপুল চার্জ বৃদ্ধির প্রতিবাদে এবং মৃত দিনমজুরের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি) ১১ সেপ্টেম্বর আগরতলায় বিক্ষোভ দেখায়। দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক বলেন, ত্রিপুরায় সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব অনুন্নত। মহকুমা হাসপাতালে তো বটেই এমনকী জেলা হাসপাতালগুলিতেও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। রেফারেল হাসপাতাল জিবিপিতেও উন্নত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ত্রিপুরায় কংগ্রেস শাসনে, পরবর্তী সময়ে সিপিএম শাসনে জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও করা হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষকে রোগ সারাতে অন্য রাজ্যে যেতে হচ্ছে। দুর্বল পরিকাঠামোর মধ্যেও সামান্য যতটুকু চিকিৎসা হত এবার বিজেপি সরকার সেখানেও আঘাত হানল। তারা সমস্ত পরিষেবায় ফি ধার্য করেছে এবং আগের ফি কয়েকগুণ বাড়িয়েছে। অবিলম্বে এই চার্জ বৃদ্ধি রদ করতে হবে।

হাসপাতালের এই চার্জ বৃদ্ধিতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ রাজ্যের বিজেপি সরকারের উপর ভয়ানক ক্ষুব্ধ। এই ঘটনা ত্রিপুরা সহ গোটা দেশের মানুষের কাছে বিজেপির চূড়ান্ত জনবিরোধী চরিত্র তুলে ধরে। নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। শেষপর্যন্ত চাপে পড়ে ১০ সেপ্টেম্বর সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চার্জ বৃদ্ধির বিজ্ঞপ্তিটি চূড়ান্ত নয়।

ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের
মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর প্রতিবাদে ডিএসও

২৭ আগস্ট পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাজকুল কলেজে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপর টিএমসিপি দুষ্কৃতীরা ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনে এবং ডিএসও-র কলেজ ইউনিট সম্পাদক, সভাপতি সহ ৫ জন ছাত্রকে গুরুতর ভাবে জখম করে। আক্রান্ত ছাত্ররা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ভাগবানপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা সত্ত্বেও প্রশাসন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি শুধু নয় আক্রান্ত ছাত্রদেরই মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে। এর প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও।

শতাধিক ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভের ফলে পুলিশ সুপার ডি এস ও-র প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

এগরায় পরিচারিকাদের দাবিপত্র পেশ

পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা শহরে কয়েকশো পরিচারিকা কাজ করেন। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও তাঁরা বাঁচার মতো মজুরি পান না, তাঁদের নেই শ্রমিকের স্বীকৃতি ও সামাজিক মর্যাদা। পরিচারিকাদের শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র দেওয়া, বাঁচার মতো মজুরি ও সবেতন ছুটি ঘোষণা, মদ ও মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা, পরিচারিকা সন্তানদের শিক্ষা ও চিকিৎসা সরকারি পরিচালনায় করা, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রদান, প্রভিডেন্ড ফান্ড-এর আওতাভুক্ত করা প্রভৃতি দাবিতে ৩ সেপ্টেম্বর এগরা এসডিও-কে ডেপুটেশন দেয় সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির এগরা শাখা। নেতৃত্ব দেন সবিতা দাস, অসীমা পাহাড়ী প্রমুখ।

রাজ্যের স্কুল ও মাদ্রাসার বঞ্চিত করণিকরা আন্দোলনে

এ রাজ্যের সরকারি স্কুল ও সরকারি মাদ্রাসার করণিকরা তীব্র বঞ্চনার শিকার। সারা জীবন চাকরি করলেও এঁদের নেই কোনও পদোন্নতির সুযোগ। অথচ কাজের কোনও সীমা পরিসীমা নেই এঁদের। স্কুলে শিক্ষাবহির্ভূত সব কাজই এঁদের দিয়ে করানো হয়।

এই কর্মচারীদের নিয়োগ-যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেট এবং কম্পিউটার ভিত্তিক বহু কাজ এঁদের করতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই পদটি উচ্চমাধ্যমিক এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ভিত্তিক করার দাবি রাখে। এবং তারই ভিত্তিতে বেতনক্রম বাড়ানো উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল অ্যান্ড মাদ্রাসা ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় সরকারের দাবি, কেরিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিম এর আওতায় এনে করণিকদের কর্মজীবনের ৮, ১৬ এবং ২৫ বছরে পরবর্তী উচ্চতার পে-স্কেল পাওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সাথে সাথে এলডিসি থেকে ইউডিসি এবং তারপর হেডক্লার্ক পদে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাঁদের আরও দাবি কাজের সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রকাশ করা। সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ১০ দফা দাবিতে কলকাতায় বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে।

আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের হুগলি জেলা সম্মেলন

৮ সেপ্টেম্বর শেওড়াফুলি সুরেন্দ্রনাথ ভবনে ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের হুগলি জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম ১৮০০০ টাকা বেতন, সামাজিক সুরক্ষা, পিএফ, ইএসআই ও পেনশনের দাবি নিয়ে প্রতিনিধিরা সোচ্চার হন। দাবি ওঠে প্রতিটি সেন্টারের নিজস্ব ভবন ও শৌচাগার তৈরির এবং মা ও শিশুদের উপযুক্ত পুষ্টির জন্য খাদ্যের মান ও বরাদ্দ বাড়ানোর। এলাকায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক হয়রানির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার আওয়াজ তোলেন উপস্থিত ৫৫০ জন প্রতিনিধি। বিভিন্ন ব্লকের ১৮ জন তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। ইউনিয়নের রাজ্য নেত্রী লীলা শী বক্তব্য রাখেন। শিপ্রা মিত্রকে সভাপতি, রীতা মাইতিকে সম্পাদক ও মহুয়া ভট্টাচার্যকে কোষাধ্যক্ষ করে ৪১ জনের জেলা কমিটি নির্বাচিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com